16

দৈনিক ইত্তিফাক

তারিখ ...23 MAR 1998... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...৭.....

প্রসঙ্গঃ ভিকারুননিসা নূন স্কুল

লীসা ইসলাম

শিক্ষাঙ্গন

বাংলাদেশে মেয়েদের স্কুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্কুল হিসেবে ভিকারুননিসা নূনকে একবাক্যে স্বীকৃতি দেয়া যায়। সুপ্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কৃতিত্ব যার প্রাপ্য তিনি হলেন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষা মিসেস হামিদা আলী। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুপরিচালনায় আজ স্কুলটি মেয়েদের স্কুল হিসেবে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে। কিন্তু তবুও বলবো এই স্কুলটি তার আগের মান বজায় রাখতে পারছে না। সম্প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি নতুন নিয়ম চালু করেছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী প্রতিটি শ্রেণীরই শুধুমাত্র মেধা তালিকায় প্রথমস্থান থেকে দশম স্থান অধিকারীদের একত্রিত করে একটি পৃথক সেকশন করা হয়ছে যা 'এ' বা 'ক' শাখা নামে ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। 'এ' সেকশন মানেই জ্ঞানগর্ভ ছাত্রীদের জগৎ। সেখানে বিসিডিই বিভাগের ছাত্রীদের নেই কোন সম্পর্ক। ফলে ছাত্রীদের মধ্যে সমতা, ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হীনমন্যতা জন্ম দিচ্ছে। ছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। অন্য দিকে অভিভারকরাও হয়ে যাচ্ছে শ্রেণীবিভক্ত। 'এ' বিভাগ অভিভাবক শ্রেণীরা দলবদ্ধ হয়ে আলাপচারিতা করে, সেখানে অন্যান্য সেকশন অভিভাবকদের আলাপে অংশগ্রহণ যেন অনাহত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে অভিভাবক হিসেবে আমার মনে কিছু প্রশ্ন জাগছে তা হলো ঃ

(১) 'ক' শাখার এটা একটা বিশেষ ছাত্রীদের জন্য মেধার বিশেষ যত্ন হিসেবে কোচিং-এর ব্যবস্থা এটাই কি প্রমাণ হয় না? অন্যান্য সেকশনে ছাত্রীরা বিমাতার সন্তান তাই কি এই বিমাতাসুলভ আচরণ?

(২) একটি সেকশনে ষাটের উর্ধ্বে ছাত্রী দেয়া উচিৎ নয়। কিন্তু দেখা গেছে ৬৫ থেকে ৭০টি ছাত্রী একটি সেকশনে দেয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হওয়া ছাড়াও শারীরিক ভারসাম্য রক্ষাও অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে।

(৩) মেধাবী ছাত্রীদেরকে নিয়ে 'ক' শাখার ব্যবস্থাকরণ ৫ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত করায় অন্যান্য সেকশনে ছাত্রীদের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে বা হবে না তাকি কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিয়েছেন? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, স্কুল যদি বৈষম্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয় তবে স্কুল পোশাক দিয়ে লাভ কি? স্কুল পোশাক মানেই তো ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দূর করা। কোন বৈষম্য বা অসমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না। কিন্ত ইতোমধ্যে ছাত্রীদের মনে শ্রেণী বিভক্তিকরণ অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। বলাই বাহুল্য 'এ' থেকে 'ডি' সেকশন বহাল ছিল পূর্ব থেকেই, কিন্তু 'এ' মানেই Excellent বা উৎকৃষ্ট এ প্রচারণা ছিল না কখনই। ভালমন্দ ছাত্রীদের নিয়েই ছিল একেকটি বিভাগ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, 'ই' সেকশনের ছাত্রীদের মধ্যে এটাই বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে, তারা আলাদা জগতের এবং অস্পৃশ্য এক শ্রেণী।